বিএসএমএমইউতে ইপনার উদ্যোগে সেরিব্রাল পালসির উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ইনস্টিটিউট ইপনা'র উদ্যোগে সেরিব্রাল পালসি রোগের উপর "Cerebral Palsy: An Update-সেরিব্রাল পালসি: এন আপডেট)" শীর্ষক এক কর্মশাল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশী শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাদের সেরিব্রাল পালসি রোগ ও তার নিরাময়ে সর্বশেষ আপডেট তথ্য জানানো এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় এ কর্মশালার উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে আজ রবিবার ২২ এপ্রিল ২০১৮ইং তারিখ, সকালে ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড নিউরোলজি এ্যাসোসিয়েশন (International Child Neurology Association (ICNA)- এর সহযোগিতায় আয়োজিত এ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. সাহানা আখতার রহমান বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় বিশ্বখ্যাত শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ভারতের অধ্যাপক প্রতিভা সিংহী (Prof. Pratibha Singhi), ইংল্যান্ডের ডা. বিজু আব্দুল হামিদ (Dr. Biju Abdul Hameed), ভারতের ডা. হারলিন উপল (Dr. Harleen Uppal) এবং বিএসএমএমইউ-এর ইপনার পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার সেরিব্রাল পালসি সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেট তথ্য উপস্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া তাঁর বক্তৃতায় এ ধরণের কর্মশালা সেরিব্রাল পালসি রোগের বর্তমান পরিস্থিতি ও এর নিরাময়ে চিকিৎসার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

ইপনার পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের সেরিব্রাল পালসির বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন, গর্ভকালীন সময়ে যথার্থ পরিচর্যার অভাবে বাংলাদেশে এর প্রকোপ বেশী। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপনা শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১১০০০ সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সেরিব্রাল পালসি বিষয়ে ইপনার সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুণ্ডু বলেন, সেরিব্রাল পালসি হলো শিশুদের বিকাশজনিত এক ধরণের সমস্যা। যা শিশুর জন্মের সময়, মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অথবা জন্মের পরে মস্তিষ্কের আঘাতজনিত কারণে হয়ে থাকে। এরফলে শিশুর শারীরিক প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি কথা বলা, কানে শোনা এমন কি দৃষ্টি শক্তির ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এ ধরণের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি, তবে বিশ্বে ১০০০ শিশুর মধ্যে ২ থেকে ৩ জন শিশুর এই সমস্যা রয়েছে।

উক্ত কর্মশালার সারাদেশ থেকে আগত প্রায় চার শতাধিক ডাক্তার অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ইপনা অটিজম, সেরিব্রাল পালসিসহ অন্যান্য স্নায়ু বিকাশজনিত রোগের সমন্বিত চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ইপনা এ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং কোর্স পরিচালনা করে আসছে।